কার্যক্রমের শিরোনাম: কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও টাস্কফোর্স সদস্যদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অবহিতকরণ সভা

স্থানঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম তারিখ ও সময়ঃ ১০ জুলাই ২০১৯, বিকাল ৩.৩০মিনিট

প্রধান অতিথি: জনাব মো. সাইদুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিশেষ অতিথি: জনাব মো. খায়রুল আলম সেখ, সমন্বয়কারী (যুগ্মসচিব), জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

সভাপতি: জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১০ জুলাই ২০১৯ বিকালে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে "তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও টাস্কফোর্স কমিটির সদস্যদের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অবহিতকরণ সভা" শীর্ষক একটি সভা অনুষ্ঠিত করা হয়। বিকাল সাড়ে ৩টা থেকে বেলা ৫টাব্যাপী চলা এ সভা যৌথভাবে আয়োজন করে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য) জনাব মো. সাইদুর রহমান। এতে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন যুগ্মসচিব ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী জনাব মো. খায়রুল আলম সেখ। সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন। সভায় তামাক ব্যবহার রোধ করার বিভিন্ন পদক্ষেপ, সমস্যা ও সমাধানের বিভিন্ন উপায় নিয়ে বক্তব্য রাখেন সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) ডা. জি এম তৈয়ব আলী।

জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট - চট্টগ্রাম জনাব সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জনাব মো. আবু হাসান সিদ্দিক, প্রমুখ। সহকারী কমিশনার জনাব মুশফিকুন নূর, এনডিসি জনাব মো. আশরাফুল আলম প্রমুখ। এতে অংশগ্রহণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ/ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাঁদের পক্ষের অংশগ্রহণকারীগণ –জনাব হাবিবুল হাসান (পটিয়া) ও সৈয়দ শামসুল তাবরীজ (কর্ণফুলী) ও হাটহাজারী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সম্রাট খীসা।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাঁদের পক্ষের অংশগ্রহণকারীগণ যথাক্রমে –ডা. অতনু চৌধুরী (ফটিকছড়ি), ডা. অমিত দে (মিরসরাই), ডা. মো. আবদুল মজিদ ওসমানী (সীতাকুন্ডু), ডা. মো. নুর উদ্দিন (সাতকানিয়া), ডা. তনয় তালুকদার (পটিয়া), ডা. মোহাম্মদ হানিফ (লোহাগড়া), ডা. মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান (বোয়ালখালী), ডা. এ এসএম ইমতিয়াজ হোসাইন (হাটহাজারী), ডা. মনোয়ার হোসেন চৌধুরী (রাউজান), ডা. মো. বখতিয়ার আলম (চন্দনাইশ), ডা. রাখাল চন্দ্র বড়ুয়া (আনোয়ারা), আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মো. নাসির উদ্দিন (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সন্দ্বীপ), জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা. মাহমুদ হাসান আরিফ (বাঁশখালী) ও ডা. নিসর্গ সেরাজ চৌধুরী।

সভায় অংশগ্রহণ করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব সালেহ্ আহম্মদ চৌধুরী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতি. উপ-পরিচালক সুশান্ত সাহা, জেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, জেলা ক্রীড়া অফিসার শ্রী মনোরঞ্জন দে, সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা সমুন চন্দ্রদেবনাথ, জেলা স্যানিটারি ইনস্পেক্টর জনাব মোহাম্দ জাহেরুল হক, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসার রশিদ আহমেদ, সমাজসেবা কাযালয়ের সিএমএম কোর্টে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবেশন অফিসার জেসমিন আক্তার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জনাব মো. জহির উদ্দিন চৌধুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কাযালয়ের ফিল্ড সুপারভাইজর জনাব মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তার প্রতিনিধি জনাব মো. আবদুল খালেক, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধি জনাব মো. আবু ছালেহ, কোর্ট ইনস্পেক্টর শ্রী বিজন কুমার বড়ুয়া, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক জনাব মো. এমদাদুল ইসলাম, জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা লাক্রাইন চাক, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক জনাব মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম,

বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের মধ্যে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল একশান (ইপসা) এর উপ-পরিচালক জনাব নাছিম বানু শ্যামলী ও প্রোগ্রাম অফিসার জনাব মোহাম্মদ ওমর শাহেদ, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেলের (টিসিআরসি) সদস্য সচিব ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো. বজলুর রহমান প্রমুখ।

সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এনটিসিসি'র প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম সুজন। প্রবন্ধে তামাক নিয়ন্ত্রণ কেন জরুরি, তামাকের ক্ষতিকারক প্রভাব, তামাক নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক পদক্ষেপ, বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও এর ভয়াবহতা, বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালার গুরুত্বপূর্ণ ধারা, শাস্তি ও বিধি-বিধান এবং জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্যদের কার্যক্রম, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সেইসাথে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কার্যক্রম, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা করা হয়।

মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকরী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসা, নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও মতামত ব্যক্ত করেন। এনটিসিসির সমন্বয়কারী জনাব মো. খায়রুল আলম সেখ সেসকল প্রশ্নের উত্তর এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকরী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁদের করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দেন। মুক্ত আলোচনায় সকলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে তাঁদের নিজ নিজ দৃঢ় অবস্থানের কথা ব্যক্ত করেন এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকরী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভায় উপস্থিত তাঁদের অধিনস্ত কর্মকর্তাদেরকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. সাইদুর রহমান বলেন, সংশ্লিষ্ট সকলকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে যার যার অবস্থান থেকে সক্রিয় হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, তামাক হচ্ছে মাদক সেবনের প্রবেশ পথ। আগামী প্রজন্মকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মো. খায়রুল আলম সেখ বলেন, তামাকজাত পন্য বেচা-কেনায় শিশুদের ব্যবহার করা যাবে না। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে শিশুদের দ্বারা তামাক বিক্রয় বা শিশুদের কাছে তামাক বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইন লঙ্ঘণ করলে সেই দোকানকে ৫ হাজার এবং দ্বিতীয়বার একই অপরাধ পুনঃরায় করলে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক এ জেড এম নূরুল হক বলেন, এ জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ধারাবাহিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে। এজন্য সভায় উপস্থিত সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও তাদের প্রতিনিধিদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত করেন।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী

আমিনুল ইসলাম সুজন
প্রোগ্রাম অফিসার, এনটিসিসি